যুগান্তর

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

লাগাতার কর্মবিরতিতে প্রাথমিকের শিক্ষকরা

আজ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। রোববার প্রধান শিক্ষকরা ৩ ঘণ্টা আর সহকারী শিক্ষকরা ৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেন। এ কর্মসূচি আরও কয়েকদিন চলবে। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকরা কাল থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন।

এদিকে, শিক্ষকদের এ আন্দোলনে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা। একজন অতিরিক্ত সচিব জানান, বছরের শেষের দিকে এ আন্দোলন তারা ভালোভাবে নিচ্ছেন না।

মন্ত্রণালয়ের এমন অবস্থানে পর রোববার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিষয়ে আরও কঠোর অবস্থান নেয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। জানা গেছে, আন্দোলনকারী প্রধান শিক্ষকদের আজ আলোচনার জন্য ডেকেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। সকাল ১০টায় মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে এ আলোচনা হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, বৈঠক থেকে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের সুস্পষ্ট বার্তা দেয়া হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এসএম ছায়িদউল্লা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর আমরা কিছুটা ভয় তো পাচ্ছিই। তবে আমরা চাকরিবিধি মেনেই অহিংস আন্দোলন করছি। আমাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা থেকেও ফোন দেয়া হচ্ছে।' এ শিক্ষক নেতা জানান, দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদার বাস্তবায়ন ও জাতীয় বেতন স্কেলের দশম গ্রেডে অন্তর্ভুক্তিসহ ৫ দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন তারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা দেয়ার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীই করেছিলেন। কিন্তু আমলারা তা করতে দিচ্ছেন না। তিনি বলেন, দাবি আদায়ে তারা ১ অক্টোবর থেকে কালো কাপড়ে চেয়ার ঢেকে দায়িত্ব পালন করছেন। ৩ অক্টোবর থেকে ৩ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করছেন। তারা কাল থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাবেন। প্রয়োজনে ২২ নভেম্বর শুরু হওয়া সমাপনী পরীক্ষাও বর্জন করবেন তারা।

সহকারী শিক্ষকদের চারটি সংগঠন নিয়ে গঠিত প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফেডারেশন ৮ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করবে।